পুঁথি

পঞ্চম সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ
২৩ ফাল্গুন, ১৪২৮ সন

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয়: বিজনী ॥

বাংলা বিভাগের তরফ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি" ২০১৫ সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল. এই বছরও বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি"র ৫ম সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। আজকের কম্পিউটারের যুগেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। এই শুভ কামনায় –

ড° ঊর্মিলা পোদ্দার
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা :- ড° ঊর্মিলা পোদ্দার
ড° অপু গুহ ঠাকুরতা
সুদীপ বসাক

সম্পাদিকা :- দিয়া সরকার

অক্ষর বিন্যাস :- মৌসুমী রায়, দিয়া সরকার, স্নেহা রায়

প্রচ্ছদ :- দিয়া সরকার

সদস্য / সদস্যা :- দিয়া সরকার, পম্পী দাস, স্নেহা রায়,
প্রিয়া মহানায়ক, মৌসুমী রায়।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র - ছাত্রীরা শিক্ষকদের সাথে সাথে বিভিন্ন কার্য-কলাপের মধ্য দিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। হাতে লেখার পুঁথিটির মাধ্যমে বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুস্থ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথিটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

— দিয়া সরকার

সূচীপত্র

ধর্ম	- দিয়া সরকার	- ০১
ভাই-বোনের সম্পর্ক	- ববিতা মল্লিক	- ০২
স্বপ্নের দেশ	- সীমা মজুমদার	- ০৩
মনুষ্যত্ব	- রুমি দত্ত	- ০৪
অত্যাচারিত নারী	- অনামা সাহা	- ০৫
অনুভূতি	- ডলি সাহা	- ০৬
মনের গতি	- দীপিকা সাহা	- ০৭
প্রকৃতি মাতা	- সুনিতা দত্ত	- ০৮
মা	- অজয় বসাক	- ০৯

ধর্ম

হিন্দু- মুসলমান- বৌদ্ধ- খ্রীষ্টান,
তা যাচাই করাই কী
আমাদের কর্ম প্রধান।
মনুষ্যত্বই যে প্রধান কর্ম,
তা পালন করাই যে
আমাদের ধর্ম।
যুগ- যুগ ধরে চলে আসা এই ধর্ম বিবাদ
আজও কেনও সকলে মিলে করে না তার প্রতিবাদ।
কোথায় সেই মনুষ্যত্ব, কোথায় সেই কর্ম
কেউ কি পালন করছে তার নিজধর্ম।

— দিয়া সরকার

ভাই বোনের সম্পর্ক

চন্দ্রের সঙ্গে সূর্য যেমন, ভাইয়ের সঙ্গে বোন
এই মধুর সম্পর্ক থাকবে সারাজীবন।
চিন্তা-ভাবনা হোক না পৃথক, হোক না ঝগড়াঝাটি
তবুও তাদের মধ্যে আছে অনেক খুনসুটি।
দূরত্ব যতই থাকুক, ভিন্ন নয় আত্মা
তাদের মধ্যেই পাওয়া যায় সকল পূর্ণতা।
সুখের সময় ছায়ার মতো যদিও থাকে পাশে,
বিপদে বন্ধু হয়ে তারাই এগিয়ে আসে।
বায়না তাদের অনেকরকম, আবদারের ঝোলা.
মিললে ভালোই, না মিললেও নেই কোনো ঝামেলা।
গ্রহন লাগুক চন্দ্রসূর্যে, ভাইয়ে বোনে না
রক্ত যে কথা বলে, একই তাদের মা।
সারাজীবন থাকুক এই সুন্দর বন্ধন
সুগন্ধ ছড়ায় ভাইয়ে-বোনে, যেন এক চন্দন।
পবিত্রতার মানে লোকে শিখছে তাদের থেকে
সম্পর্কের গভীরতা মাপছে পৃথিবীর লোকে।

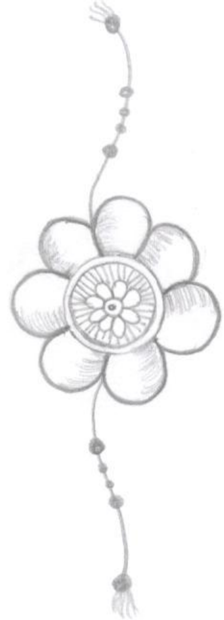

— বনিতা মল্লিক

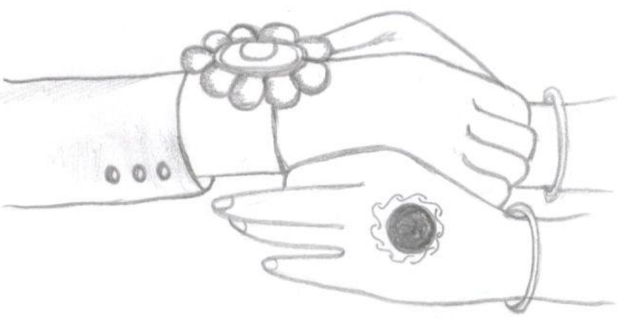

স্বপ্নের দেশ

বসে বসে ভাবছি আমি,
উড়ছি আকাশে,
মেঘের সাথে করছি খেলা
ভাসছি বাতাসে।
এটা কি সত্যি
নাকি দেখছি জেগে স্বপ্ন!
তোমার মনে আমার মনে
স্বপ্নের ছুটা-ছুটি
সবাই আজ স্বপ্নের দেশে
করে হাঁটা-হাটি
মনে শুধু আশা আর আশা
তোমার আমার মনে
স্বপ্ন ছাড়া নেই কিছু আর
আমাদের জীবন।

— শীলা মজুমদার

মনুষ্যত্ব

কোথায় যেন আজ হারিয়ে গেছে মনুষ্যত্ব,
মানুষের রূপে রয়েছে মানুষ, চরিত্রটা ঠিক হয়েছে পশুত্বের।
বিবেকটা আজ একলা চুপ করে পেয়েছে প্রায় মৃত্যুর নাগাল,
মানুষ আজ কত এগিয়ে শিক্ষায়-দিক্ষায়, আধুনিকতায়,
তবুও কেন হয়েছে মনুষ্যত্বের মরণ ?
মানুষের লোভ আজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে,
মনুষ্যত্বকে দমন করে জাগিয়েছে হিংস্রতা।
পূর্বের সমাজ গেয়েছে মনুষ্যত্বের জয়গান,
আজকের সমাজ গেয়ে চলেছে হিংসার জয়গান
ধর্ষিত আজ মানুষ, ধর্ষিত আজ মানবতা,
ঘরে ঘরে জন্মাচ্ছে আজ ধর্ষণকারী।
মৃত্যুর শেষ পর্যায় গেলো মনুষ্যত্বতা ॥

— রূপসি দত্ত

অত্যাচারিত নারী

হ্যাঁ, আমি নারী কিন্তু সেটাই কি আমার দোষ
জন্মের পূর্বেই হত্যা হয় আমার
সমাজের এই নির্দয় বাক্যে
জন্মালেই শুরু হয় মানুষের চলা কঠোর নীতি-নিয়মে
সমাজের নীতি - নিয়মে চলতে হয় পথ
তবুও কেন এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শুনতে হয় সব!
শুধু কি আমি নারী বলে?
আত্মীয়দের উত্তপ্ত করা অত্যাচারে
হাজার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে
বিবাহের দিকে বাড়িয়ে দেয় এই আমাকেই
তবুও কি সুখী হওয়া যায় এই পরবর্তী সংসার,
দুঃসহ অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় আমাকে
শুধু কি আমি নারী বলে?
নারী - পুরুষ সমান অধিকার বলে এই সমাজেতে
কিন্তু আসলেই কি নারীদের সমান মানা যায়।

— অনামা সাহা

অনুভূতি

বেশী কিছু চাই না আমি
শুধু মিষ্টি হাসি তোর মুখে
আমি ভালো থাকব ঠিকই
থাকিস যদি তুই সুখে

ঝগড়া, হাসি, দুষ্টুমিতে
জীবন ঠিকই এগিয়ে যাবে
কাছের মানুষ হারিয়ে গেলেও
স্মৃতি গুলো রয়েই যাবে।

ছিল না তো কিছুই আমার
আজও আমি শূন্য,
যা কিছু লিখি আমি
সবই অনুভূতির জন্য।

— জলি সাহা

মনের গতি

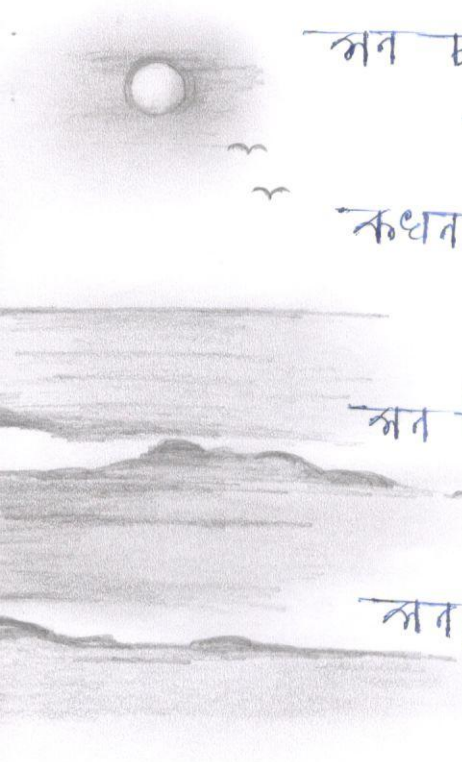

মন চলে আঁকে বাঁকে
নদীতে মিশায়,
কখনও বা ঢেউ তোলে
সাগরের ন্যায়।
মন উড়ে আকাশেতে
কখন কোথায়?
মনকে যে ধরে রাখে
সাধ্য কি তার হায়!
সাত সমুদ্র তেরো নদী
পেরিয়ে যেতে চায়,
সময়ই লাগেনা তার
মুহূর্তে পৌঁছায়।
মনের যাওয়ার পথ
বড়ই যে সহজ
ফেরার পথে ব্যাথা বুকে
চাপা সহস্র পাথর।

— দীপিকা সাহা

প্রকৃতি মাতা

সবুজ লাবণ্যে ভরা রূপ তোমার
কিন্তু লোভী মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে
হিংসার মরণযজ্ঞে মেতে উঠেছে।
যে প্রকৃতি সৃষ্টিতে আনন্দ,
সেই প্রকৃতি হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে।
আজ বিশ্বজোড়া ভয়াবহ রূপ
যার রোষানলে সম্পূর্ণ মানব জাতি,
যান্ত্রিক সভ্যতার ভিড়ে
হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের গুণগুলি।
প্লাস্টিকের ভেতর প্রকৃতিকে মুড়ে
কেড়ে নিয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য রূপ।

মানবিকতা ভুলে

উদ্ভিদ জগত থেকে প্রাণী জগত কাউকে ছেড়ে দেয়নি।
যার পরিণতি বর্তমান পরিস্থিতি আজ পৃথিবী এই পর্যায়।
ফলভোগী আজ সকল মানুষ, হাহাকার আজ জগতজোড়া
শান্ত হও, তুমি শান্ত হও
প্রকৃতি মাতাকে সর্বংসহিনী মানিস গো
ভালোবাসলে হয়তো ....
প্রকৃতি শান্ত হবে।

— সুনিতা দত্ত

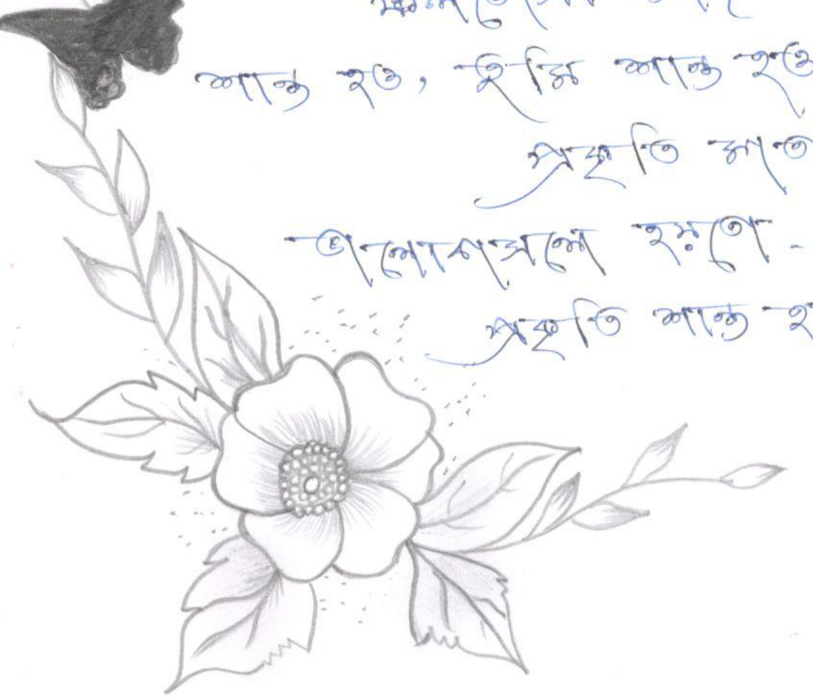

মা

মা এমন একটি শব্দ
যেটা অতি মধুর ও মিষ্টি
যার হাতের পরশে আসে
রাতের ঘুম
মা মানেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা
যেখানে থাকে ত্যাগের ভাবনা।
মা মানেই ভালোবাসা,
মা মানেই সব।।

- অজয় বসাক

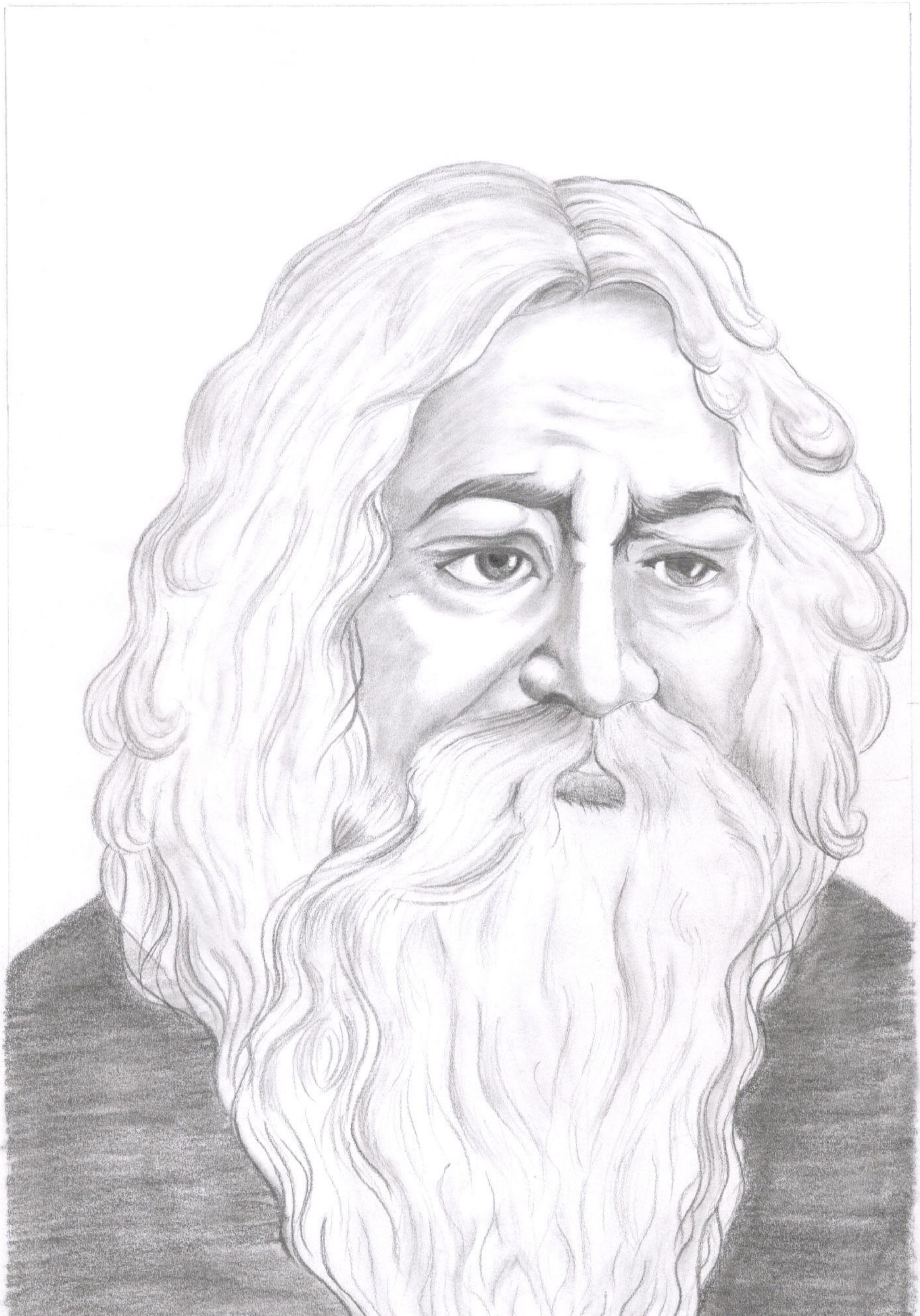

POMPI DAS

Sneha Roy